বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে কোনও কারচুপি করা সম্ভব নয়

ভারতের নির্বাচন কমিশন এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করছে যে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে ভোটদান সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এই যন্ত্রে কোনও কারচুপি করা সম্ভব নয়। এই যন্ত্রের মাধ্যমে ভোট দিলে ভোটদানের গোপনীয়তা বজায় থাকে। কেউ এই যন্ত্রকে রিপ্রোগ্রাম করতে পারে না। এই যন্ত্রে প্রতিটি ভোটই সুরক্ষিত থাকে। আপনি যে প্রার্থীকে ভোট দেবেন ভোটটি তাঁর প্রাপ্য ভোটের সঙ্গেই যুক্ত হবে। ২০০৪ সাল থেকে সারা ভারতের প্রতিটি রাজ্যে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে । বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে ভোটদানের স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে সমস্ত জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পেশ করা হল:

- বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের প্রস্তুতকারক ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া লিমিটেড। এটি ভারত সরকারের একটি সংস্থা।
- যখন বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র প্রস্তুত করা হয় তখন কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয় ব্যলট ইউনিটে কোন প্রার্থীর ক্রমিক সংখ্যা কী হবে। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পরই ব্যলট ইউনিটে প্রার্থীর ক্রম নির্ধারিত হয়। এরপর বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র স্ট্রংরুমে সুরক্ষিত থাকে।
- ই.সি.আই.এল এর প্রযুক্তিবিদগণ প্রথম দফায় বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র নিরীক্ষা করেন। অন্য কেউ এ কাজে যুক্ত থাকে না।
- কোনও নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে কোনও বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য বা কোনও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র চিহ্নিত করা হয় না। ভোটগ্রহণের জন্য বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র প্রস্তুত করা হয় প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধির উপস্থিতিতে।
- ভোটগ্রহণের জন্য যন্ত্রগুলি প্রস্তুত করার পর সেগুলিকে স্ট্রংরুমে রাখা হয় এবং স্ট্রংরুমে তালা দিয়ে তালার গায়ে রিটার্নিং অফিসারের সীল দেওয়া হয়। প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধি ইচ্ছে করলে এই সীলের উপর স্বাক্ষর করতে পারেন ও তাদের সীল দিতে পারেন।
- প্রতিটি ব্যালট ইউনিট ও কনট্রোল ইউনিটের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকে। কোন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যে যন্ত্রটি পাঠানো হবে, তার নির্দিষ্ট নম্বরটি ভোটগ্রহণের জন্য যন্ত্র প্রস্তুতির সময় প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিকে জানিয়ে দেওয়া হয়।
- ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে কী ভাবে ভোট গ্রহণ করা হয় তা পোলিং এজেন্টদের হাতে কলমে দেখিয়ে দেওয়া হয়। যন্ত্রটি যে সঠিক ভাবে কাজ করছে সে বিষয়ে পোলিং এজেন্টদের নিশ্চিত করার পরই মূল ভোটগ্রহণ শুরু হয়।
- ভোটদান পর্ব শেষ হলে বিভিন্ন পোলিং এজেন্টদের সামনেই ভোটযন্ত্রটি সীল করা হয়। পোলিং এজেন্টরা এই সীলের উপর তাদের সীল দিতে পারেন ও সই করতে পারেন।
- ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হলে ভোটকর্মীরা ভোটযন্ত্রটিকে ভোটের সামগ্রী জমা নেওয়ার কেন্দ্রে নিয়ে যান। এই যাত্রা পথে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ভোটকর্মীদের অনুসরণ করতে পারেন।
- প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রিটার্নিং অফিসার স্ট্রংরুম সীল করেন। রিটার্নিং অফিসারের সীলের উপর প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধি তাদের সীল দিতে পারেন।
- ভোট গণনা পর্যন্ত প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিরা সারাক্ষণ স্ট্রংরুমের উপর নজর রাখতে পারেন।
- ভোটগণনার দিন প্রার্থী তাঁর প্রতিনিধি এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমের সীল খোলা হয়।
- ভোটগণনার টেবিলে প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিরা দেখে নিতে পারেন মেশিনের সীল ঠিক আছে কি না এবং বুথে প্রদত্ত মোট ভোট মেশিনের ভোটের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কি না।
- ভোটগ্রহণের জন্য ভোটযন্ত্রের প্রস্তুতি, স্ট্রংরুম খোলা ও বন্ধ করার সব প্রক্রিয়াগুলিই ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে রাখা হয়।

ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচারিত

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কর্তৃক প্রকাশিত